ফেডারেশন বার্তা

"নিখিল ভারত বাঙালি বৌদ্ধ সংগঠন"-এর ত্রৈমাসিক মুখপত্র

(A Quarterly Bulletin of "All India Federation of Bengali Buddhists")

বর্ষ ১২, সংখ্যা ৪৫ ❍ অপ্পমাদ অমতং পদং, পমাদো মচ্চুনো পদং ❍ Website : www.aifbb.org ❍ জুলাই : ২০২১/২৫৬৫—বুদ্ধাব্দ

আমাদের কথা

বর্তমান বর্ষটি আমাদের নিকট একটি বিষাদময় স্মৃতি বহনের কারণ হইয়া থাকিবে। কারণ এই বর্ষে আমরা বাঙালী বৌদ্ধ সমাজের দুইজন বিশিষ্ট বৌদ্ধ ভিক্ষুকে একযোগে হারাইয়াছি। তাহাদের মধ্যে একজন ভিক্ষু সত্যপাল মহাস্থবির এবং অপরজন ভিক্ষু শাসনরক্ষিত। একজন বৌদ্ধ শাস্ত্রজ্ঞ, বিশিষ্ট পণ্ডিত, দেশ-বিদেশে বিশেষ সম্মানপ্রাপ্ত এবং ভারতীয় সঙ্ঘরাজ ভিক্ষু মহাসভার মহামান্য সঙ্ঘরাজ এবং অপরজন বিদর্শন চর্চাকারী এক আদর্শ ভিক্ষু। উভয়েই ভিক্ষুজনোচিত আদর্শে ছিলেন পরিপূর্ণ। বুদ্ধ ধর্মের মূল ধারায় সম্পূর্ণ সম্পৃক্ত, মিতভাষী, সত্যানুরাগী এবং আদর্শবাদী। বর্তমান সময়ে এরূপ সদ্‌গুণের সমন্বয় আমরা আর কাহারো মধ্যে বিশেষ খুঁজিয়া পাইনা। এরূপ দুই ভিক্ষুর অকাল প্রয়ান তাই আমাদের সমাজের পক্ষে ক্ষতি কারক। ইহাদের শুন্যস্থান পূর্ণ করিবার মতন অপর কোনো উপযুক্ত ভিক্ষু সহসা আমাদের দৃষ্টিগোচর হইতেছেনা। আমাদের এই ক্ষুদ্র বাঙালী বৌদ্ধ সমাজ যে সামান্য কতিপয় ভিক্ষুকে লইয়া বাস করিতেছে, তাহা আজ তীব্র সঙ্কটের সম্মুখীন।

ভিক্ষু সত্যপাল মহাস্থবির ছিলেন দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ের বৌদ্ধ অধ্যায়ন বিভাগের অধ্যাপক। অধ্যাপনা ছিল তাঁর ধ্যান জ্ঞান। দক্ষির-পূর্ব এশিয়ার বৌদ্ধ দেশ সমূহ হইতে আগত ছাত্র-ছাত্রী দিগের তিনি সন্তান স্নেহে শিক্ষা প্রদান করিতেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের পালি বিভাগ ছিল তাহার নিকট একটি দেবালয়ের সমতুল্য আর তিনি নিজে ছিলেন তাহার উপাসক। ছাত্র-ছাত্রীগণ তাহার নিকট হইতে পাঠ গ্রহণ করিয়া, বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রী অর্জন করিয়া, আপন আপন দেশে প্রত্যাবর্তন করিয়া, তথায় পালি ও বৌদ্ধ শাস্ত্র বিষয়ে কর্মরত। তাহারা আপন আপন দেশে পালি চর্চার উদ্দেশ্যে সেমিনারের আয়োজন করিলে সত্যপাল ভিক্ষুকে সসম্মানে সেই সেমিনারের প্রধান করিয়া লইয়া যাইতেন। প্রকৃতপক্ষে এত বড় সম্মান আমরা দেশবাসীরা কখনও তাহাকে প্রদান করিতে পারি নাই। আমাদের মধ্যে বৌদ্ধ শিক্ষার তেমন আগ্রহ চোখে পড়েনা। আমাদের নিকট তিনি ছিলেন একজন ধর্মগুরু মাত্র। কঠিন চীবর দান অনুষ্ঠানে তাহাকে আমন্ত্রণ করিতাম মঞ্চের শোভা বৃদ্ধি করিবার নিমিত্ত। সেইসব অনুষ্ঠানে গুরুগম্ভীর বক্তৃতা কেহই মনোযোগ সহকারে শ্রবণ করেনা। অথচ সেইসকল অনুষ্ঠানেও আমরা দেখিয়াছি তাহার বক্তৃতা, তাহার বাচন ক্ষমতার গুণে এবং বিষয় বস্তুর সারল্যে শ্রোত্রী মন্ডলীকে মুগ্ধ করিয়া রাখিত। বিশ্বের বিভিন্ন

দ্বিতীয় পৃষ্ঠায় দেখুন

শুভেচ্ছা

সকলকে ২৫৬৫তম বুদ্ধ জয়ন্তী'র শুভেচ্ছা।

শোকাঞ্জলি

ভারতীয় সংঘরাজ ভিক্ষু মহাসভা'র মহামান্য চতুর্থ সংঘরাজ অধ্যাপক (ড.) সত্যপাল মহাস্থবির

বিগত ৪ঠা মে ২০২১ পরলোক গমন করেন।

All India Federation of Bengali Buddhists

-এর পক্ষ থেকে তাঁর প্রতি রইল

বিনম্র শ্রদ্ধাঞ্জলি।

সদস্য/সদস্যাবৃন্দ

All India Federation of Bengali Buddhists

BUDDHA PURNIMA ALL OVER THE WORLD

Jawhar Sircar, IAS

Former Culture Secretary, Govt. of India

This year's Buddha or Baishakh Purnima actually falls in the month of Jaishtha or Jyeshtha. But this full moon day is so intricately connected with Baishakh that it is immortalised all through the Buddhist world and celebrated as holy 'Vesak' - the most important festival among Buddhist communities all over the globe. It the day when Gautam Buddha was born and also the same day on which he left the world 80 years later and achieved Mahaparinirvana. Many of India's ancient celebrations were and are fixed mainly according to the solar calendar and these usually coincide with agricultural seasons. But as Buddha Purnima is a lunar event, it has widely varying dates in different years and is not really linked to crop-based rituals. This day is thus observed for its own intrinsic value.

Buddha is undoubtedly the first apostle of peace that all of humanity remembers. His basic philosophy was that the cause of all suffering lies in our desire and therefore the way out lies in detachment from wanting more. This is almost impossible in this world of consumerism, driven by ads, Amazon, Flipkart, Swiggy, etc, but by not ordering whatever the companies tell us "must have", we can still follow a bit or Buddha and gain more peace of mind. Needless to say, Buddha's message of meditation, reflection, compassion and peace was far ahead of his time, when human existence was more brutal.

Though the First Conference of the World Fellowship of Buddhist held in Colombo in May 1950 fixed this celebration with the full moon in May, different Buddhist communities celebrate Vesak on its own dates, as the lunar calendar can be interpreted in different ways. While Sinhalese celebrate it as Vesak, the Nepalis call it Swaanyaa Punhi, the Burmese as Kason, the Tibetans as Saga Dawa, the

তৃতীয় পৃষ্ঠায় দেখুন

আমাদের কথা ১ম পাতার পর

বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি যেরূপ সম্মানিত অতিথি ছিলেন সেইরূপ অনেক বিশ্ববিদ্যালয় হইতে তিনি সাম্মানিক ডক্টরেট উপাধীও লাভ করিয়াছিলেন। মায়ানমার সরকার হইতে দুর্লভ 'অগ্গমহাপন্ডিত' উপাধী লাভ করিয়া ছিলেন। ভারতবর্ষের রাষ্ট্রপতির নিকট হইতে পালি ও বৌদ্ধ শাস্ত্র বিষয়ে বিশেষ স্বর্ণপদক লাভ করিয়াছিলেন। তিনি ভারতীয় সঙ্ঘরাজ ভিক্ষু মহাসভার চতুর্থ সঙ্ঘরাজ নির্বাচিত হইয়াছিলেন। দিল্লীর ত্রিরত্ন মিশনের এবং বুদ্ধগয়ার আন্তর্জাতিক সাধনা কেন্দ্রের তিনি সভাপতি ছিলেন। ভারতবর্ষে বর্তমানে পালি ও বৌদ্ধ বিদ্যা বিষয়ে চর্চা যথেষ্ট বৃদ্ধি পাইয়াছে। কখনো কখনো তাহারা বিভিন্ন কারণে সেমিনার ও সম্মেলনের আয়োজন করিত। সত্যপাল মহাথেরো খুব স্বাভাবিক ভাবেই সেইসব অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত হইতেন। শিক্ষার অঙ্গনে যেকোনো প্রকার অনুষ্ঠানই তাহাকে উৎসাহ যোগাইত। তিনি সে সব অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকিতে চাহিতেন। এমন একজন বৌদ্ধ ভিক্ষুকে আমরা বাঙালী বৌদ্ধরা যখন সবেমাত্র চিনিতে শুরু করিয়া ছিলাম, সেই অমোঘ সময়ে তিনি ডাক পাইলেন অন্য কোথাও অন্য কোনো কাজের। সেই ডাকে সাড়া দিয়া তিনি আমাদের নিকট হইতে বিদায় লইলেন। আমরা হারাইলাম বাঙালী বৌদ্ধ সমাজের একজন শ্রেষ্ঠ জ্ঞানী ভিক্ষুকে।

অপর পক্ষে ভদন্ত শাসনরক্ষিত ভিক্ষু ছিলেন একজন অর্ন্তমুখী আত্মানুসন্ধানী ভিক্ষু। একজন বিশুদ্ধ বিপশ্যনাকারী। সচরাচর যেসব ভিক্ষুদের সংস্পর্শে আমরা আসি তাহাদের সঙ্গে ওঁনাকে কোন ক্রমেই মেলানো যায়না। বর্তমান সময়ে অধিকাংশ ভিক্ষুর জীবনযাত্রা আমরা যদি পর্যালোচনা করি আমরা দেখিবো যে তাহারা প্রাতে প্রাতঃকৃত্য সমাপন করিয়া প্রাতঃরাশ গ্রহণ করিয়াই প্রস্তুত হন দ্বিপ্রহরের 'ফাং'-এর গমনের জন্য। ফাং হইতে ফিরিয়া একটু বিশ্রাম লইয়া অথবা অন্য কোনো ভিক্ষুর সহিত ফোনালাপে কুশল সংবাদ সংগ্রহ করা অথবা পরবর্তী দিনের জন্য কোনো ফাং-এর বন্দোবস্ত করা ইত্যাদির মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকিত। পরদিনও সেই একই নিয়ম। কোনো ব্যতিক্রম নেই। শাসনরক্ষিত ভিক্ষু কিন্তু সেই পথে না হাঁটিয়া বুদ্ধ প্রদর্শিত বিপসানার পথেই অগ্রসর হইয়াছিলেন। সুবিধা পাইলেই তিনি বিপসানা শিবিরে অংশগ্রহণ করিতেন। প্রতিটি শিবির হইতে প্রত্যাবর্তন করিলে তাহার চোখমুখে যে তৃপ্তির ছোঁয়া লাগিয়া থাকিত তাহা বেশ উপলব্ধি করা যাইতো। তিনি সবসময় বিপসানা অভ্যাসকারীদের সহিত মনের আদান প্রদান করিতে ভালোবাসিতেন। এই ধরনের ভিক্ষু আমাদের সচরাচর চোখে পড়ে না। তাহার প্রয়ানে আমরা একজন সৎ এবং আদর্শবাদ ভিক্ষু হারাইলাম।

অতি সম্প্রতি আমরা আরও একজন বাঙালী বৌদ্ধ ভিক্ষুকে হারাইয়াছি। তিনি গৌহাটি বামনী ময়দান বুদ্ধ বিহারের অধ্যক্ষ ভদন্ত বিজয়বোধি ভিক্ষু। পূর্বতন নিবাস শ্যাম নগর, গৃহী নাম বিজয় বড়ুয়া। আমাদের এই ক্ষুদ্র বাঙালী বৌদ্ধ সমাজে যেখানে ভিক্ষুর সংখ্যা অতি নগন্য, সেইখানে তিনজন ভিক্ষুর অকস্মাৎ মহাপ্রয়ান এক বৃহৎ সমস্যার উদ্রেক করিবে তাহাতে কোন সংশয় নাই। বিগত বৎসরে আমরা আরো তিনজন ভিক্ষুকেও হারাইয়াছি। যেমন ধর্মবিরীয় ভিক্ষু, বোধিপাল ভিক্ষু ও সঙ্ঘপ্রিয় ভিক্ষু। কিন্তু তৎপরিবর্তে কোন নতুন ভিক্ষুর আগমন এই সমাজে ঘটে নাই। ১৯৪৭ সালের পর হইতে বাংলাদেশ পশ্চিমবঙ্গ ও পূর্ববঙ্গ এই নামে দুটি ভিন্ন রাষ্ট্রে পরিণত হইয়াছে। বাঙালী বৌদ্ধ জাতির উৎপত্তি পূর্ববঙ্গে হইলেও বর্তমানে দুই ভিন্ন দেশের নাগরিক হওয়ার সুবাদে দুই দেশের নাগরিকদের মধ্যে একটি মৌলিক পার্থক্য ঘটিয়া গিয়াছে। তাহা হইল বর্তমানে তাহারা দুইটি ভিন্ন রাষ্ট্রের নাগরিক। এমতাবস্থায় বর্তমান বাংলাদেশ হইতে ভিক্ষু আনয়ন করিয়া পশ্চিমবঙ্গের ভিক্ষু চাহিদা পূরণ করিবার প্রচেষ্টা একদমই আইনানুগ হইবেনা। অতএব পশ্চিমবঙ্গের ভিক্ষু চাহিদা এক বঙ্গের বাসিন্দা দ্বারাই পুরণ করিতে হইবে। কিন্তু তাহা কি করিয়া সম্ভব? ভিক্ষু জীবনের প্রতি সাধারণ গৃহী মানুষের মনে এমন কোন উচ্চ ধারণা নাই যে তাহারা ভিক্ষু জীবনে আগ্রহী হইয়া উঠিবে। বর্তমান সমাজে ভিক্ষুদের প্রয়োজনীয়তা আসিয়া ঠেকিয়াছে তিথির সুত্র পাঠে অথবা কেহ মারা গেলে মন্ত্র দেওয়ার কাজে অথবা বিবাহের সময় মন্ত্র প্রদান ইত্যাদি কয়টি মাত্র ক্ষেত্রে। এইসব অনুষ্ঠানে ভিক্ষুদের সম্মান এতখানি উচ্চতায় কখনোই ওঠেনা যাহাতে একজন তরুণের মনে ভিক্ষু হইবার বাসনা জাগ্রত হয়। কি ব্যক্তিত্বে কি জ্ঞান চর্চায় তাহারা মোটই চিত্তাকর্ষক হইয়া উঠিতে পারেনা। পক্ষান্তরে আমাদের তরুণ সমাজ শিক্ষার ক্ষেত্রে প্রচুর অগ্রসর হইয়াছে। তাহাদের সহিত বিচার করিলে এইসব বৌদ্ধভিক্ষুদের আই.কিউ.-র তফাৎ অনেক। ইহা বুঝিতে পারিয়াই আধুনিক তরুণ সমাজ ভিক্ষু সংসর্গ সন্তর্পনে পরিহার করিয়া চলে। ভিক্ষুদের তাহারা অসম্মান করেনা বটে কিন্তু একজন আদর্শ বৌদ্ধ ভিক্ষু বলিয়া গণ্য করিতে তাহাদের অসুবিধাই হয়।

অতীতে বঙ্গীয় বৌদ্ধ সমাজে ভিক্ষু ও গৃহীদের মধ্যে তুল্যা তুল্য বিচার করিলে দেখা যাইবে যে তৎকালীন ভিক্ষুগণ ব্যক্তিত্বে, জ্ঞান চর্চায়, নেতৃত্বপ্রদানে, সর্বক্ষেত্রেই সমাজের পথপ্রদর্শকের ভূমিকা পালন করিতেন। বর্তমান সময়ে তাহারা সেই ভূমিকা পালনে অপারগ। কারণ তাহারা আজ দ্বিধাবিভক্ত। কারণ তাহাদের মধ্যে ভিক্ষুজনোচিত সেই আচরণবিধির একান্ত অভাব। তাহাদের অনেকেই পক্ষপাতদোষে দুষ্ট। বুদ্ধের অষ্টাঙ্গিক মার্গ ভগ্নকারী।

সম্প্রতি কানাডায় কর্মরত এক বাঙালী তরুণ ইঞ্জিনিয়ার যুবকের মনে প্রবল বৈরাগ্যের উদয় হইল। তিনি চাকুরী ত্যাগ করিয়া বৌদ্ধ ধর্ম গ্রহণ করিলেন এবং দলাই লামার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া হিমাচল প্রদেশ, লাদাখ, নেপাল প্রভৃতি অঞ্চলের বিভিন্ন গুম্ফায় গুম্ফায় ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। বিভিন্ন বৌদ্ধ পুঁথি অধ্যায়ন করিতে লাগিলেন। তাহার বৈরাগ্য তাহাকে একটা দিশা দিলো। শান্ত চিত্তে তিনি বৌদ্ধ ধর্মের চর্চা করিতে লাগিলেন। বাঙালী বৌদ্ধ পরিবারের সন্তান হইয়াও বাঙালী বৌদ্ধ সঙ্ঘ তাহাকে সেরূপে আকৃষ্ট করিতে পরেনাই। সুতরাং বৈরাগ্যের উদয় যে হইতেছেনা এমনটা নয়। কিন্তু এই বৈরাগীদের চিত্তে প্রশান্তি দিতে পারে এমন গুরুর অভাব বোধ হইতেছে এবং তৎউপযোগী বিহার নির্মাণও খুব জরুরী হইয়া পড়িয়াছে। আজকের তরুণ সমাজ, যাহারা ধর্মের এই স্থবির চেহারা প্রত্যক্ষ করিয়া মনঃকষ্ট ভোগ করেন, তাহাদের এক্ষনে সোচ্চার হওয়া প্রয়োজন। সংগঠনে সংগঠনে নিজেদের বাবা, কাকা এবং গুরুজনেরা তাহাদের সীমিত জ্ঞানের সম্ভার লইয়া নেতৃত্বে আসীন হইয়া আছে। তাহাদের জ্ঞানের দৈনতার কারণে সমাজকে প্রগতির আনুকুলে আর লইয়া যাইতে পারিতেছেনা। ইহা ভাবনার কথা বইকি। আজকের তরুণ সমাজ, আপন কর্ম ব্যস্ততার ফাঁকে ফাঁকে বিষয়টি লইয়া কিছু চিন্তা ভাবনা করুক। বৌদ্ধ সমাজে ভিক্ষু ও গৃহী পরস্পরের উপর নির্ভরশীল। একের বিহনে অপরের অস্তিত্বই বিপন্ন হইয়া পড়ে। এমতাবস্থায় করণীয় কি তাহাই বিচার করুক।

বর্তমান সময়ে ষাট বছর বয়ঃপ্রাপ্ত হইলেই কর্মজীবন হইতে অবসর লওয়ার কথা। অতঃপর সংসারের দায়িত্বভার পুত্র, কন্যা, অথবা উপযুক্ত ব্যক্তির উপর ন্যস্ত করিয়া বানপ্রস্থ গ্রহণ করাই ছিল প্রাচীন কালের সমাজ রীতি। বর্তমানে সেই ব্যবস্থা পুনঃপ্রচলন করার কথা ভাবা যাইতে পারে। শুধুমাত্র সেই সমস্ত মানুষদের কথাই বিবেচনা করা যাইতে পারে যাহাদের কোনো পেছুটান নেই এবং যাহারা আধ্যাত্মিক ভাবধারায় পুষ্ট। ভিক্ষু সঙ্ঘে তাহাদের বিশেষ সম্মানের সঙ্গে গ্রহণ করা উচিত। এমন ঘটনা যে আমাদের সমাজে ঘটেনাই এমনটা নয়। সম্প্রতি প্রয়াত বিজয়বোধি ভিক্ষু ইহার জ্বাজল্যমান উদাহরণ। তাহা ব্যতীত বর্তমানে লামডিং-এ অবস্থিত ভিক্ষু বুদ্ধানন্দ ও হায়দারপাড়ায় অবস্থিত ভিক্ষু ধর্মানন্দকেও কর্ম জীবনের অবসানে ভিক্ষু জীবন গ্রহণ করিয়া সমাজে ভিক্ষুর চাহিদা নিরসনে কার্যকর ভূমিকা গ্রহণ করিতে দেখিয়াছি। অতীতেও ধর্মাঙ্কুর বিহারে বাসরত ঠানবোধিভিক্ষু এবং গড়িয়া বুদ্ধ বিহারে বাসরত জ্ঞানালোক ভিক্ষুকে আমরা একই ভূমিকা পালন করিতে দেখিয়াছি। তাহারা আঞ্চলিক বৌদ্ধদের মধ্যে ধর্ম চর্চার একটা বাতাবরণ সৃষ্টি করিতে প্রচেষ্ট হইয়াছিল। প্রবল বৈরাগ্যের তাড়নায় তাহারা সকলেই শ্রাবণ্য ধর্মে দীক্ষিত হইয়াছিলেন। সমাজে যথেষ্ট সম্মান ও মর্যাদার অধিকারীও হইয়াছিলেন। এক্ষণে আরো অধিক সংখ্যায় শিক্ষিত ধর্মানুরাগী মানুষদের ভিক্ষু ধর্মে দীক্ষিত হওয়ার প্রয়োজন অনুভূত হইতেছে।

Buddha Purnima... ১ম পাতার পর

Indonesians as Hari Raya Waisak, the Malaysians as Hari Wesak, the Khmer as Visak Puja, the Thai as Wisakha Bucha, the Vietnamese as Phat Dan and the Laotians as Vixakha Bouxa. The Chinese call it by several names and two of them are Fo Daan and Yu Fojie, while the Japanese call it Hana-matsuri. Japanese traditions believe that a dragon appeared in the sky and offered Soma-rasa to the Buddha and it is celebrated as early as the 8th of April, according to their Solar Calendar. Let us not forget that more than 40 per cent of the Japanese believe strongly in Buddhism, even now.

There is a carnival-like atmosphere in Buddhist countries all over Southeast Asia and the East and temples are gaily decorated on Vesak day. Devout Buddhist and followers assemble at various temples from dawn. Festivities begin with the ceremonial hoisting of the Buddhist Flag and the singing of hymns in honour of the Buddha, the Dharma and the Sangha. Strict vegetarianism is observed in these countries in these countries on this day though they are quite strongly non-vegetarian. Liquor shops are also shut down mandatorily for 2 to 3 days. Thousands of birds, animals and insects are released from captivity by devotees, in honour of the Buddha.

It is strange that Buddhism's contribution to Hinduism abs even Christianity is hardly understood or acknowledged. Chris Williams mentions some of these as "celibacy, fasting, use of lamps and flowers on the altar, incense, holy water, rosaries (japamalas), priestly garments, worship of relics, canonization of saints, use of an ancient language for the liturgy and ceremonials generally". In addition, Hinduism has been impacted by Ahimsa and Vegetarianism and it was Buddhism that led to the end of wasteful Vedic sacrifices like the slaughter of cows - leading finally to the belief in Cow Worship.

It is sad that Buddhism was not given its rightful place in the land of its origin, as Brahmanism always considered it a threat. Even though Buddha is often regarded as an Avatar of Vishnu, there is not a single Hindu temple dedicated only to him, nor is he worshipped -- though thr Varaha (boar) is.

In fact, had it not been for the Neo-Buddhists of India, this religion would not be receiving so much attention as it does now.

বিবাহ যোগাযোগ কেন্দ্র

বাঙালি বৌদ্ধ পাত্র-পাত্রীর জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য
ও ফটো দিয়ে নাম নথিভুক্ত করুন।

যোগাযোগের সময় ঃ প্রতি শনিবার সন্ধ্যা ৬-৮টা পর্যন্ত।

স্থান ঃ বিদর্শন শিক্ষা কেন্দ্র

৫০টি/১সি, পণ্ডিত ধর্মাধার সরণী (পটারী রোড),
কলকাতা-৭০০ ০১৫

বিশেষ প্রয়োজনে সংগঠনের সহ সভাপতি ক্যাপ্টেন ক্ষিতীশ রঞ্জন বড়ুয়া'র সঙ্গে যোগাযোগ করুন।

ফোন নং ৮৯০২৭০৬০৪৭

ইমেল করতে পারেন ঃ federation1973@gmail.com

জাতক সংখ্যা—৬ষ্ঠ

দেবধর্ম্ম জাতক

শাস্তা জেতবনে অবস্থান কালে এক বিভবশালী ভিক্ষু সম্বন্ধে আলোচ্য কাহিনীর বর্ণনা করেছেন। শুনা যায় শ্রাবস্তীবাসী এক ভূম্যধিকারী পত্নী বিয়োগের পর প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন। কিন্তু প্রব্রজ্যা গ্রহনের পরেও তার আচার-ব্যবহার বা খাদ্যাভ্যাসে কোনো রূপ ত্যাগ আসে না। তিনি পূর্বের ন্যায় বিলাসিতার জীবন অতিবাহিত করতে থাকেন।

ভিক্ষুর এরূপ আচরণের কথা শাস্তা জানতে পেরে ক্রুদ্ধ হন এবং ভিক্ষুদের আলোচ্য কাহিনীটি উপদেশের ছলে বর্ণনা করেন।

পুরাকালে বারাণসী রাজ্যে ব্রহ্মদত্ত নামে একজন রাজা বসবাস করতেন। বোধিসত্ত্ব তাঁর পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করে মহিংসাসুকুমার নামে পরিচিত হন। এর দুই দিন বছর পর রাজ মহিষীর দ্বিতীয় পুত্র জন্মায়। রাজা এই পুত্রের নাম রাখলেন চন্দ্রকুমার। এই ঘটনার কয়েক বছরের মধ্যেই মহিষীর মৃত্যু ঘটলে রাজা ব্রহ্মদত্ত পুনরায় বিবাহ করেন।

নবীনা মহিষী ছিলেন স্বভাবে কূট প্রকৃতির। তার গর্ভে রাজার পুত্র সন্তান জন্মালে তিনি নাম রাখেন সূর্য্যকুমার। রাজার তিনপুত্রই যথাযথ শিক্ষায় বড় হতে থাকে। তবুও রাজা তাঁর প্রথম সন্তানকেই অধিক ভালবাসতেন। তিনি মহিংসাসকুমারকেই তাঁর উত্তরাধিকারী মনে করতেন। এবং সিংহাসনে বসানোর ইচ্ছা প্রকাশ করেন। রাজার এইরূপ অভিপ্রায়ের কথা জেনে নবীনা মহিষী রাজার কাছে সূর্য্যকুমারকে রাজা করার এবং মহিংসাসকুমার ও চন্দ্রকুমারকে বনবাসে পাঠানোর জন্য পীড়ন করতে থাকেন। রাজা বাধ্য হয়ে নবীনা মহষির কথা রাখেন এবং দুইপুত্রকে বনবাসে যেতে আজ্ঞা দেন। দাদাদের বনবাসের কথা শুনে সূর্য্যকুমারও তাদের পিছু নেয়। এইভাবে তিনপুত্রই বনবাসের উদ্দেশ্যে রওনা দেন।

রাজকুমারেরা চলতে চলতে অবশেষে হিমালয় পর্বতে এসে উপস্থিত হন। পথকষ্টে প্রত্যেকেই তখন খুবই ক্লান্ত। এমত অবস্থায় মহিংসাস তার দুই ভাইকে পানীয় জল আনার জন্য নিকটবর্তী সরোবরে প্রেরণ করেন। কিন্তু সেই সরোবর ছিল এক উদক-রাক্ষসের অধীনে। বেসসবন সেই রাক্ষসকে অনুমতি দিয়েছিল যে, সেই সরোবর ব্যবহাকারীর ব্যক্তি যদি দেবধর্ম্ম যথাযথ ব্যাখ্যা না করতে পারে তবে রাক্ষস তাকে ভক্ষণ করতে পারে। যারা সরোবরের জল ব্যবহার করবে না, তাদের উপর রাক্ষসের কোনোরূপ ভক্ষনের অধিকার থাকবে না। চন্দ্রকুমার ও সূর্য্যকুমার কোনো রূপ ভাবে এই কাহিনীর সঙ্গে অবগত ছিল না। তাই তারা দেবধর্ম্ম ব্যাখ্যা করতে না পারার দরুণ উদক-রাক্ষসের কারাগারে বন্দী হন।

দুই ভাইয়ের ফিরতে বিলম্ব দেখে মহিংসাস অবশেষে ভাইদের খোঁজে বেরিয়ে পড়ে। অবশেষে তিনি সরোবর প্রান্তে এসে উপস্থিত হন। উদক রাক্ষস দেখল মহিংসাস সরোবরে অবতরণ করছে না। তখন রাক্ষস বনচরের বেশে এসে মহিংসাসকে সরোবরে নামার জন্য প্রলোভন দেখাতে লাগল। মহিংসাস বনচরকে দেখে রাক্ষস বলে চিনতে পারল এবং ভাইদের ছেড়ে দেওয়ার জন্য অনুরোধ জানালো। রাক্ষস প্রথামত মহিংসাসকে দেবধর্ম্ম বিষয় জানতে চাইলেন। মহিংসাস জলদানবকে দেবধর্ম্ম ব্যাখ্যা করলেন। তিনি বললেন পাপ হতে সংযত থাকাই হল দেবধর্ম্ম। তাঁর উত্তরে সন্তুষ্ট হয়ে জলদানব তাঁর দুই ভাইয়ের মধ্যে যে কোন একজনকে মুক্ত করার প্রস্তাব দেয়। মহিংসাস তাঁর ছোট ভাই সূর্য্যকুমারকে মুক্ত করার কথা বলেন। জলদানব অবাক হয়ে প্রশ্ন করে নিজ ভাই চন্দ্রকুমারের প্রাণ বাঁচানোর চেষ্টা না করে তিনি বৈমাত্রের ভাই সূর্য্যকুমারকে মুক্ত করার প্রস্তাব কেন দিলেন।

মহিংসাস উত্তরে বলেন " আমি দেবধর্ম্ম জানি এবং তা অনুসরণও করি। সূর্য্যকুমার আমার বৈমাত্রেয় ভাই। তাকে রাজসিংহাসনে বসানোর জন্যই আমরা বনবাসী হয়েছি। এমতাবস্থায় আমি যদি চন্দ্রকুমারের প্রাণ বাঁচাই তবে লোকে ভাবতে পারে আমি নিজে রাজসিংহাসনে বসার জন্যই সূর্য্যকুমারের প্রাণ বাঁচানোর চেষ্টা করিনি।" মহিংসাসের উত্তরে প্রসন্ন হয়ে জলদানব চন্দ্রকুমার ও সূর্য্যকুমার উভয়কেই মুক্ত করে দেন। জলদানবও ধর্ম্মপথ অনুসরণ করেন। এরপর যতদিন মহিংসাস, চন্দ্রকুমার ও সূর্য্যকুমার বনে বাস করল, রাক্ষস তাঁদের রক্ষণাবেক্ষণের ভার গ্রহণ করেন।

দেশে ফিরে মহিংসাস রাজ্য গ্রহণ করেন। চন্দ্রকুমার হন উপরাজ ও সূর্য্যকুমার সেনাপতি রূপে নিযুক্ত হন। উদক রাক্ষস মহিংসাসকের সঙ্গেই সেই রাজ্যে বসবাস করতে লাগল।

কথা শেষ করে ভগবান বুদ্ধ ধর্ম্মোপদেশ দিতে লাগিলেন এবং তা শুনে সেই বিলাসি জীবনে অভ্যস্ত ভিক্ষু স্রোতাপত্তি ফল লাভ করলেন এবং প্রকৃত ভিক্ষুর ন্যায় পরবর্তীকালে জীবন অতিবাহিত করেন।

সমাধান—ঐ ঐশ্বর্য্যশালী ভিক্ষু হল পুরাকালের সেই উদয় রাক্ষস, আনন্দ ছিল সূর্য্যকুমার, সারীপুত্র ছিল চন্দ্রকুমার এবং আমি ছিলাম মহিংসাসকুমার।

দেবধর্ম্ম জাতকের প্রথমাংশের সঙ্গে দশরথ জাতকের প্রথমাংশের এবং শেষাংশের সঙ্গে মহাভারতে বর্ণিত বকরূপী যক্ষের দ্বারা যুধিষ্ঠিরের চরিত্র পরীক্ষার বৃত্তান্তের সৌসাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

ঈশান চন্দ্র ঘোষ

ইতিহাসের টানে 'ভরতপুর বৌদ্ধ স্তূপ'

নবারুণ বড়ুয়া

বিগত বছরের ন্যায় এই বছরও ''All India Federation of Bengali Buddhists'' সংগঠনের উদ্যোগে আয়োজিত হল একটি শিক্ষামূলক ভ্রমণ। ইতিহাসের টানে এই বছরের আমাদের গন্তব্য স্থল ছিল পূর্ব বর্ধমান জেলার বর্ধমান সদর উত্তর সাব ডিভিশনের বুদবুদ থানার অন্তর্গত গলসি ব্লকের 'ভরতপুর'। এই ভরতপুর মৌজায় স্বাধীন ভারতবর্ষের পশ্চিমবঙ্গে আবিষ্কৃত 'প্রথম বৌদ্ধ স্তূপ'-এর নিদর্শন আছে। ১৯৯৪-৯৫' সালে বর্ধমান ডিস্ট্রিক্ট গেজেটারে লেখা আছে ভরতপুর বৌদ্ধ স্তূপটি সপ্তম-নবম শতকের সময়ে নির্মিত হয়েছিল। অন্যদিকে বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের সংগ্রহশালার অধ্যক্ষ শৈলেন্দ্র নাথ সামন্ত মহাশয়ের মতে ভরতপুর স্তূপের নির্মাণকাল খ্রিস্টীয় অষ্টম-নবম শতাব্দী।

ভরতপুর বৌদ্ধ স্তূপ সম্পর্কে প্রাথমিক এই তথ্যালোচনার পরে এইবার আলোকপাত করা যাক্ ২১শে ফেব্রুয়ারি খ্যাত 'আন্তর্জাতিক মাতৃ ভাষা' দিবস তথা আমাদের ভ্রমণ যাত্রার দিন সম্পর্কে। ২১শে ফেব্রুয়ারি 'আন্তর্জাতিক মাতৃ ভাষা' দিবস হওয়ার দরুণ ঐ দিনের যাত্রায় ছিল এক মনোরম আনন্দের বাতাবরণ। ৪২জন ভ্রমণ পিপাসু আপনজনদের নিয়ে এই পথ চলা শুরু হয়েছিল সকাল ৮টায়। চা পান ও প্রভাতের জল-খাবারের সঙ্গে প্রকৃতির কমল পবনের সহিত আমাদের যাত্রার শুভারম্ভ ছিল খুবই প্রাণোজ্জ্বল। ঘন্টা দুয়েক পথ অতিক্রম করার পর ভান্তেদের ছোয়াইং এর বিরতির মাঝে শক্তিগড়ের প্রকৃতির মনোরম পরিবেশকে সকলে খুবই উপভোগ করলো। এই উপভোগে সকলের সঙ্গী হলো শক্তিগড়ের বিখ্যাত 'ল্যাংচা'। পুনরায় শুরু হল আমাদের যাত্রা, লক্ষ্য ভরতপুর। এই দিগন্ত বিস্তৃত পথ চলায় আমাদের কানে ভেসে আসতে লাগল একের পর এক মাতৃ ভাষার বাংলা গান। গ্রাম্য বাংলার প্রকৃতি দেখতে দেখতে বাংলা গানের সুরে সুরে আমরা পৌঁছে গেলাম আমাদের প্রতীক্ষিত গন্তব্য স্থল 'ভরতপুর বৌদ্ধ স্তূপ'-এ। সংগঠনের পূর্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী যথা সময়ে যথা স্থানে উপস্থিত ছিলেন আমাদের সংগঠনের শুভাকাঙ্খী শিক্ষক তথা 'ভরতপুর বৌদ্ধ স্তূপ' বিষয়ক গবেষক শ্রী অনুপ বড়ুয়া মহাশয়। উপস্থিত ছিলেন তৎকালীন গলসি বিধানসভার বিধায়ক মাননীয় অলোক কুমার মাঝি মহাশয়। বিধায়ক মহাশয়ের সঙ্গে আলোপচারিতায় সংগঠনের মাধ্যম থেকে ওঁনাকে বরণ করেন সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক ড. সুজিত কুমার বড়ুয়া মহাশয়। বিধায়ক মহাশয়ের সঙ্গে কথোপকথনের মাধ্যমে আলোচ্য বিষয়কে প্রসঙ্গ করে উঠে আসে নানা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। বৌদ্ধ স্তূপ পরিদর্শনের মাধ্যমে পরিলক্ষিত বিষয় সমূহ সম্পর্কে সংগঠনের সদস্যবর্গ বিধায়ক মহাশয়ের কাছে নানা আবেদন রাখেন। বিধায়ক মহাশয়ের উপস্থিতি ও এতো মানুষের এই স্তূপকে কেন্দ্র করে সমাগম গ্রামের মানুষের মধ্যে বিশেষ কৌতূহল সৃষ্টি করেছিল। পূজনীয় বুদ্ধরক্ষিত মহাস্থবির মহোদয়ের 'পঞ্চশীল' প্রদানের মাধ্যমে শুভারম্ভ হয় এই স্তূপ সম্পর্কে বিশদ জানার প্রেক্ষাপট। স্তূপ সম্পর্কে বিস্তারিত ও পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনার মাধ্যমে স্তূপ সমকালীন সময়ে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়ার নিপুণ দায়িত্ব পালন করেছিলেন গবেষক অনুপ বড়ুয়া মহাশয়।

দুপুরের আহারের পর আমাদের পরবর্তী গন্তব্য স্থল ছিল ভরতপুর সন্নিকটে দামোদর নদীকে কেন্দ্র করে অবস্থিত পর্যটন কেন্দ্র 'রনডিহা বাঁধ'। দীর্ঘ যাত্রা পথ ও অতি তীব্র রৌদ্র প্রভাবের ক্লান্তিবোধকে ভুলে যাওয়ার আদর্শ স্থান ছিল এই 'রনডিহা'। ভরতপুর বৌদ্ধ স্তূপ পরিদর্শনের পর 'রনডিহা'র জলস্রোতের আঙিনায় বসে সূর্যাস্ত দেখা সকলের কাছে উপরি প্রাপ্তি ছিল। সন্ধ্যা নামার সঙ্গে সূর্যাস্তের আঁধারে বাড়ির ফেরাও ছিল এক সূর্যাস্তের অনুরূপ মনোবিষন্ন। সারা দিনের প্রাপ্তি ও প্রত্যাশার যুগলবন্দীতে বাড়ি ফেরার সময় আবারও চোখে পড়ল 'ভরতপুর বৌদ্ধ স্তূপ', দূর থেকে সে যেন বলতে চাইছে, "আবার এসো, তোমরাই আমার শেষ সম্বল"। গাড়ি দ্রুত গতিতে মিশে গেল প্রকৃতিতে, মনে মনে বললাম "আজও অবহেলায় আমাদের ভরতপুর বৌদ্ধ স্তূপ"।

আমাদের আবেদন

(ক) বুদ্ধ পূর্ণিমাকে N. I. Act -এর আওতাভুক্ত জাতীয় ছুটি হিসাবে কেন্দ্রীয় সরকার ঘোষণা করুক।

(খ) পশ্চিমবঙ্গে উৎখনিত বৌদ্ধ প্রত্নতাত্ত্বিক স্থান সমূহের উৎখনন কার্য পরিচালনা এবং রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব দেওয়া হউক ''Archaeological Survey of India''-কে।

(গ) সরকারকৃত জনগণনায় পশ্চিমবঙ্গে বৌদ্ধ জনগণের সঠিক পরিসংখ্যান প্রতিফলিত হয়নি। আমাদের আবেদন আগামী জনগণনায়, বাঙালী বৌদ্ধদের সঠিক ধর্মীয় পরিচয় ও 'মঘ' উপজাতি পরিচয় নথিবদ্ধ করা হউক।

(ঘ) বিহার সরকারের ''The Bodh Gaya Temple Act''—1949 অবিলম্বে পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করা হউক এবং 'মহাবোধি মহাবিহার' বুদ্ধ বিহারের পরিচালনাভার বৌদ্ধদের উপর ন্যস্ত হউক, তথা Management Committee-র Chairman বৌদ্ধদের মধ্যে হতে নির্বাচিত করা হউক।

(ঙ) পশ্চিমবঙ্গে বাংলাভাষী বৌদ্ধদের 'তপশিলী উপজাতি' (ST-Magh) শংসাপত্র প্রদানে সরকারি কর্মী দ্বারা অযথা হয়রানি বন্ধ হউক এবং শংসাপত্র প্রদান প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত হউক।

(চ) সংখ্যালঘুদের জন্য কল্যাণমূলক সরকারি উদ্যোগে বৌদ্ধদের প্রয়োজনীয় বিষয়গুলি/সমস্যাগুলি গুরুত্বসহকারে গ্রহণ করা হউক।

শ্রদ্ধাঞ্জলি

(ক) সংঘরাজ অধ্যাপক (ড.) সত্যপাল মহাস্থবির :

ভারতীয় সঙ্ঘরাজ ভিক্ষু মহাসভার চতুর্থ সঙ্ঘরাজ, আন্তর্জাতিক সাধনা কেন্দ্র বুদ্ধগয়ার সভাপতি, ভারতের রাষ্ট্রপতি কর্তৃক পালিভাষা ও সাহিত্যে অসামান্য পান্ডিত্যের জন্য স্বর্ণপদক প্রাপ্ত, মায়ানমার সরকার কর্তৃক বৌদ্ধ ধর্ম দর্শন ও সাহিত্যের অনন্যসাধারণ অবদানের জন্য অগ্গমহাপন্ডিত উপাধিতে ভূষিত, দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ের বৌদ্ধ বিদ্যা অধ্যায়ন বিভাগের পূর্বতন অধ্যাপক ড. সত্যপাল মহাস্থবির বিগত ৪ঠা মে ২০২১ ভোর বেলায় (৩.৪৫টায়) গয়াস্থ এক হাসপাতালে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন।

তিনি ১৯৪৯ সালের মার্চ মাসে জলপাইগুড়ি জেলার হলদিবাড়ী চা বাগান অঞ্চলে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম শ্রী বিনোদ বিহারী বড়ুয়া, মাতার নাম শ্রীমতি যূথিকা রাণী বড়ুয়া। কৈশোর থেকে যৌবনে উন্নীত হওয়ার সময় ১৯ বৎসর বয়সে তিনি গুরুদেব ড. রাষ্ট্রপাল মহাস্থবিরের কাছ থেকে ভিক্ষু জীবনে দীক্ষিত হন। বিদ্যালয় শিক্ষা শেষ করে তিনি কামেশ্বর সিংহ দ্বারভাঙ্গা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতক, মগধ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতকোত্তর তথা দিল্লী সংস্কৃত বিশ্ববিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম.ফিল. ও ডক্টরেট ডিগ্রী অর্জন করেন। ১৯৮২ সালে এম.ফিল, ডিগ্রী লাভের পর তিনি দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ের Buddshit Studies Department-এর অধ্যাপনা শুরু করেন এবং দীর্ঘ ২৯ বৎসর যাবৎ ধারাবাহিকভাবে অত্যন্ত গৌরবের সঙ্গে উক্ত বিভাগের সঙ্গে সম্পৃক্ত ছিলেন। "অভিধর্ম" বিশেষজ্ঞরূপে তিনি দেশে বিদেশে স্বীকৃত ছিলেন। দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক থাকাকালীন তাঁর অধীনে ৫০ জন ডক্টরেট, ৬৬ জন এম.ফিল. এবং ৬ জন পোস্ট ডক্টরেট ছাত্র গবেষণার কাজ সম্পূর্ণ করেন। বাংলা-ইংরেজী-হিন্দিতে তাঁর রচিত পুস্তকের সংখ্যা ১২টি। এব্যতীত ৮০টার মতন গবেষণাপত্র বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। দেশে-বিদেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের ৫০টিরও বেশি সেমিনারে উপস্থিত হয়ে তিনি তাঁর গবেষণালব্দ জ্ঞান পরিবেশন করেন।

অধ্যাপক (ড.) সত্যপাল মহাস্থবিরের অনুপস্থিতি বঙ্গীয় বৌদ্ধ সমাজ যে শূন্যতা সৃষ্টি করলো তা সহজে পূরণ হবে না। তাঁর পারলৌকিক নির্বান শান্তি প্রার্থনা করি। তাঁর প্রতি সংগঠনের পক্ষ থেকে বিনম্র শ্রদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন করছি।

(খ) শ্রীমৎ শাসনরক্ষিত ভিক্ষু :

বিদর্শন শিক্ষা কেন্দ্রের আবাসিক ভিক্ষু শ্রীমৎ শাসনরক্ষিত ভিক্ষু বিগত ৩রা মে ২০২১ সকাল ১০টায় হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে পরলোকগমন করেন। ১৯৬১ সালে মার্চ মাসে তিনি হাওড়ায় জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর গৃহী নাম ছিল শ্রীশৈবাল তালুকদার।

শ্রীমৎ শাসনরক্ষিত ভিক্ষু ছিলেন সেই সকল কতিপয় ভিক্ষুদের অন্যতম যাঁদের জন্মগ্রহণ, বেড়ে ওঠা এবং ভিক্ষুত্ব গ্রহণ সবটাই ভারতের মাটিতে। ২০০৮ সালে উনি শ্রীমৎ বুদ্ধরক্ষিত মহাস্থবিরের শিষ্যত্ব গ্রহণ করে সংঘে যোগদান করেন। সদালাপী, স্পষ্টবাদী, দৃঢ়চেতা, অন্যায়ের বিরুদ্ধে আপোষহীন, সর্বপরি আদর্শ ধর্মচারণে সম্পৃক্ত এক উজ্জ্বল ভিক্ষু জীবন তিনি আমাদের সামনে রেখে গেছেন। ধ্যান-সাধনা ছিল তাঁর সর্বক্ষণের সঙ্গী। সেকারণেই শহরের কোলাহল থেকে দূরবর্তী মধ্যপ্রদেশের গ্রামীন বিহারের নির্জনতাকে তিনি অধিকতর পছন্দ করতেন। বিগত বারো বছর যাবৎ তিনি 'বিদর্শন শিক্ষা কেন্দ্র' এবং "ধর্মাধার শতবার্ষিকী ভবন"-এর কার্যক্রম পরিচালনা তথা রক্ষণাবেক্ষনের ক্ষেত্রে বিশেষ অবদান রেখে গেছেন। তাঁর আকস্মিক প্রয়ান বস্তুতপক্ষে পটারি রোডস্থ সংস্থাগুলিকে দীর্ণ করে দিল।

আজ আমরা এই মহান ভিক্ষুর প্রতি অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করছি।

(গ) ভদন্ত বিজয়বোধি ভিক্ষু :

গত ২৬শে জুন ২০২১ গৌহাটি বামনী বিহার-এর অধ্যক্ষ শ্রীমৎ বিজয়াবোধি ভিক্ষু পরলোক গমন করেন। ওঁনার অসময়ে চলে যাওয়া পশ্চিমবঙ্গের বাঙালী বৌদ্ধ সমাজে তথা ভিক্ষু সংঘে এক শূণ্যতা তৈরি করলো।

(১) অধ্যাপক পুলিন বিহারী বড়ুয়া :

বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের "লাইব্রেরী সায়েন্স" বিভাগের পূর্বতন বরিষ্ঠ অধ্যাপক ড. পুলিন বিহারি বড়ুয়া মহাশয় বিগত ২৭শে এপ্রিল হায়দ্রাবাদে পরলোকগমন করেন। তিনি ছিলেন সল্টলেক নিউটাউনের সংস্থা "তথাগত ওয়েলফেয়ার সোসাইটি'-র প্রতিষ্ঠা লগ্নের সহ-সভাপতি। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল ৮৩ বৎসর।

(২) শ্রীমতি শীলা বড়ুয়া :

All India Federation of Bengali Buddhists-এর পূর্বতন কর্ম সমিতির সদস্যা, বিশিষ্ট সমাজকর্মী তথা সদালাপী, প্রানচঞ্চল বাকপটু শ্রীমতি শীলা বড়ুয়া বিগত ২৪শে মে ২০২১ পরলোকগমন করেন। ব্যক্তিগত জীবনে তিনি ছিলেন বিশিষ্ট ব্যবসায়ী শ্রী বনবিহারী মহাশয়ের কন্যা। তিনি প:ব: সরকারের অধীনস্থ সংস্থা Calcutta Municipal Development Corporation-এ চাকুরিসূত্রে বিভিন্ন সংস্থাকে সহযোগিতা করতেন। তাঁর অশেষ প্রচেষ্টায় ২০০৩ সালে "ধর্মাধার শতবার্ষিকি ভবন"-এর বিল্ডিং প্ল্যান সংশ্লিষ্ট সংস্থার অনুমোদন লাভ করে।

(৩) পদ্মশ্রী অধ্যাপক অশোক বড়ুয়া :

ভারত সরকার দ্বারা পদ্মশ্রী সম্মানে ভূষিত অধ্যাপক অশোক বড়ুয়া বিগত ৩০শে মে ২০২১ শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন। তিনি ছিলেন আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন বিজ্ঞানী এবং Cultivation of Science, Kolkata-র প্রাক্তন ডাইরেক্টর তথা Professor Benimadhab Barua Foundation-এর সহ সভাপতি। ব্যক্তিগত জীবনে তিনি ছিলেন প্রবাদ প্রতিম বৌদ্ধ মনীষী অধ্যাপক (ড.) বেনীমাধব বড়ুয়ার পুত্র। ১৯৩৫ সালের জুলাই মাসে তিনি কলকাতায় জন্মগ্রহণ করেন।

(৪) শ্রী অর্কবন্ধু বড়ুয়া :

দমদম ক্যান্টনমেন্টস্থ "বেনুবন বৌদ্ধ সংঘ"-এর সভাপতি শ্রীযুক্ত অর্কবন্ধু বড়ুয়া মহাশয় বিগত ৩১ মে ২০২১, ৭৫ বৎসর বয়সে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। তিনি ছিলেন একজন সদালাপী নিষ্ঠাবান সমাজকর্মী। তাঁর মৃত্যুতে সমাজ একজন বলিষ্ঠ সমাজকর্মীকে হারাল।

(৫) শ্রীমতি মায়ারাণী বড়ুয়া :

আমাদের সংগঠনের মহিলা পরিষদ "Bengali Buddhist Women's Forum"-এর অন্যতম কর্মাধ্যক্ষ শ্রীমতি অপর্ণা বড়ুয়ার মাতৃদেবী শ্রীমতি মায়ারাণী বড়ুয়া বিগত ৫ই জুন ২০২১ পরলোক গমন করেন। তিনি ছিলেন দমদম ক্যান্টনমেন্টস্থ "বেনুবন বিহার"-এর একজন নিষ্ঠাবান উপাসিকা।

(৬) শ্রী প্রকাশ রঞ্জন বড়ুয়া :

আমাদের সংগঠনের কর্ম সমিতির সদস্য শ্রী সজল বড়ুয়া মহাশয়ের পিতা তথা সংগঠনের সহ-সভাপতি শ্রী অমূল্য রঞ্জন বড়ুয়া মহাশয়ের অনুজ শ্রী প্রকাশ রঞ্জন বড়ুয়া মহাশয় বিগত ৮ই জুন ২০২১ শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। তিনি ছিলেন "টালিগঞ্জ সম্বোধি বুদ্ধ বিহার"-এর একজন ধর্মপ্রাণ উপাসক।

(৭) শ্রীমতি লিলি বড়ুয়া :

"বিদর্শন শিক্ষা কেন্দ্র"-এর প্রবীণ উপাসিকা শ্রীমতি লিলি বড়ুয়া বিগত ৮ই জুলাই ২০২১ বার্ধক্যজনিত কারণে পরলোকগমন করেছেন। ব্যক্তিগত জীবনে তিনি ছিলেন প্রয়াত ইঞ্জিনিয়ার নীহার কান্তি বড়ুয়ার সহধর্মিনী। একজন অতিথিবৎসল, ধার্মিক উপাসিকা হিসাবে তিনি সকলের অত্যন্ত প্রিয়ভাজন ছিলেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮০ বৎসর। তাঁর প্রতি সংগঠনের পক্ষ থেকে আন্তরিক শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করছি।

(৮) শ্রীমতি মমতা বড়ুয়া :

All India Federation of Bengali Buddhists-এর কার্যকরী কমিটির পূর্বতন সদস্য শ্রী রনজিৎ বড়ুয়া মহাশয়ের সহধর্মিণী শ্রীমতি মমতা বড়ুয়া বিগত ৬ই জুলাই ২০২১ পরলোক গমন করেছেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৬৪ বৎসর।

আজ আমরা All India Federation of Bengali Buddhists-এর পক্ষ থেকে এই পরলোকগত ব্যক্তিবর্গের প্রতি বিনম্র শ্রদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন করছি।

ভবদীয়

সদস্য/সদস্যাবৃন্দ

All India Federation of Bengali Buddhists

সংবাদ একনজরে

● **সংঘরাজ অধ্যাপক সত্যপাল মহাস্থবির এবং শ্রীমৎ শাসনরক্ষিত ভিক্ষুর উদ্দ্যেশ্যে সংঘদান ও স্মরণসভা :** বিগত ৯ই মে ২০২১ মধ্যকলকাতাস্থ "বিদর্শন শিক্ষা কেন্দ্র"এর সদ্যপ্রয়াত সংঘরাজ অধ্যাপক (ড.) সত্যপাল মহাস্থবির এবং "বিদর্শন শিক্ষা কেন্দ্র"-এর আবাসিক ভিক্ষু শ্রীমৎ শাসনরক্ষিত ভিক্ষুর উদ্দেশ্যে অষ্টপরিস্কারসহ সংঘ দান সভা অনুষ্ঠিত হয়। কোভিড-১৯ মহামারীজনিত কারণে এই অনুষ্ঠানে কলকাতার বুদ্ধ বিহার সংলগ্ন অধিবাসীবৃন্দ এবং পরলোকগত ভিক্ষুদের আত্মীয় পরিজনরাই অংশগ্রহণ করেন। অনুষ্ঠানটি অনলাইনে (Google-meet platform) পরিবেশিত হয়।

উক্ত দিনে সন্ধ্যায় All India Federation of Bengali Buddhists-একটি অনলাইন স্মরণসভা আয়োজন করে এই দুই সাঙ্ঘিক ব্যক্তিত্বদের উদ্দেশ্যে। উক্ত সভায় দেশ-বিদেশের প্রায় ৩৫ জন ব্যক্তি যুক্ত হন, যাঁদের মধ্যে শ্রীমৎ বুদ্ধরক্ষিত মহাস্থবির, ড. কচ্চায়ন ভিক্ষু, শ্রী হেমেন্দু বিকাশ চৌধুরী, আশিস বড়ুয়া, শ্রী সত্যজিৎ বড়ুয়া, শ্রীমতি কাজরী বড়ুয়া, শ্রী পুলক বড়ুয়া উল্লেখযোগ্য।

● **সঙ্ঘরাজ প্রজ্ঞাজ্যোতি মহাস্থবিরের জন্মবর্ষ তথা বিদর্শন শিক্ষা কেন্দ্রের প্রতিষ্ঠাদিবস উদ্‌যাপন :** বিগত ১০ই এপ্রিল ২০২১ মধ্যকোলকাতাস্থ বিদর্শন শিক্ষা কেন্দ্রে উদ্‌যাপিত হল সঙ্ঘরাজ প্রজ্ঞাজ্যোতি মহাস্থবিরের ১০২তম জন্মজয়ন্তী তথা বিদর্শন শিক্ষা কেন্দ্র-এর ৩৬তম প্রতিষ্ঠা দিবস। উক্ত দিনে মহাস্থবিরের প্রতিকৃতিতে পুষ্পপ্রদান, স্মৃতিকে এবং সংঘদান অনুষ্ঠান আয়োজিত হয়। এই উপলক্ষ্যে কেন্দ্রের উদ্যোগে এবছর ৭ জন যুবককে প্রব্রজ্যাদান করা হয় ৯ই এপ্রিল সন্ধ্যায় এবং ১৩ই এপ্রিল আয়োজিত হয় একদিন ব্যাপী "আনাপানানু স্মৃতি" ভাবনা। শিবিরে ৩০ জন ধ্যানার্থী অংশ গ্রহণ করেন।

● **'আম্বেদকর সমাজ আচার্য' হেমেন্দুবিকাশ চৌধুরী**

বৌদ্ধ ধর্মাঙ্কুর সভার সভাপতি হেমেন্দু বিকাশ চৌধুরীকে অনেকগুলি দলিত ও বৌদ্ধ সংগঠন যৌথ সিদ্ধান্তে 'আম্বেদকর সমাজ আচার্য' সম্মানে ভূষিত করল। সাধারণত একসঙ্গে অনেকগুলি সংগঠনের মিলিত সম্মান প্রদান বিরল ঘটনা। সেই বিরল সম্মানই পেলেন হেমেন্দু বিকাশ চৌধুরী। ১৪ এপ্রিল বাবা সাহেব আম্বেদকরের ১৩১তম জন্মদিনে কৃপাশরণ হলে সব সংগঠনের উপস্থিতিতে হেমেন্দুবাবুকে এই সম্মান অর্পণ করা হয়। প্রসঙ্গত, এর আগে আম্বেদকর চর্চার স্বীকৃতিতে তিনি 'আম্বেদকর জন্মশতবর্ষ পুরস্কার' এবং বাংলা দলিত সাহিত্য সংস্থা থেকে 'ফজলুল হক পুরস্কার'-এ সম্মানিত হয়েছেন।

সৌজন্যে— জনস্বার্থ বার্তা

আন্তর্জালিক মাধ্যমে অনুষ্ঠান

বাবাসাহেব ড. ভীমরাও রামাজি আম্বেদকর-এর জন্মবার্ষিকী : অন্যান্য বছরের অনুরূপে এই বছরও পালিত হল বাবা সাহেব আম্বেদকর-এর জন্ম জয়ন্তী। ১৩০তম এই জন্ম জয়ন্তী অনুষ্ঠানের বক্তারা ছিলেন যথাক্রমে (১) ভদন্ত বুদ্ধরক্ষিত মহাস্থবির; বিহার অধ্যক্ষ 'বিদর্শন শিক্ষা কেন্দ্র' (২) শ্রী ভীমরাও যশবন্ত আম্বেদকর তথা বাবাসাহেব আম্বেদকরের নাতি, (৩) ক্যাপ্টেন প্রবীন নিখাদে; বুদ্ধিস্ট সোসাইটি অফ্ ইন্ডিয়া সংগঠনের আন্তর্জাতিক সমন্বয়কারী। এছাড়া সংগঠনের সদস্য রূপে উপস্থিত বক্তা ছিলেন ভিক্ষু বিনয় রক্ষিত, সত্যজিৎ বড়ুয়া ও রীতা বড়ুয়া।

অনুষ্ঠানের প্রারম্ভে স্বাগত ভাষণের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সূচনা করেছিলেন সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক মাননীয় ড. সুজিত কুমার বড়ুয়া মহাশয়। বিভিন্ন বক্তাদের নানা বক্তব্যের মাধ্যমে বাবা সাহেবের জীবনের স্মৃতিকে স্মরণ করা হয়েছিল। পরিশেষে ধন্যবাদ জ্ঞাপন বক্তব্যের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের পরিসমাপ্তি করেন নবারুণ বড়ুয়া।

রবীন্দ্র জয়ন্তী ঃ বাঙালীর মনে প্রাণে কবি গুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর আজও বিরাজমান। রবীন্দ্র প্রেমে আজও মানুষ নিজেকে রাঙিয়ে তোলে নানা অনুষ্ঠানের মাধ্যমে। ২০২১ সালের ১৬০তম রবীন্দ্র জয়ন্তী অনুষ্ঠানটি সম্পাদিত হলো ১৬ই মে। All India Federation of Bengali Buddhists এবং Bengali Buddhist Women's Forum-এর যৌথ উদ্যোগে ও পরিচালনায় এই বছরের রবীন্দ্র সন্ধ্যা ছিল মন ভালো করার এক সন্ধ্যা। ৮ থেকে ৮০ বছর বয়সীদের উপস্থিতি ছিল এই অনুষ্ঠানের প্রধান আকর্ষণ বিন্দু। কবিতা, গানে, নাচে ও বক্তৃতায় অনুষ্ঠানটি সার্বিক উপলব্ধি লাভ করেছিল। ছোটদের অংশগ্রহণ ও উপস্থাপনা সকলের প্রশংসায় লাভে ভূষিত হয়।

বুদ্ধ জয়ন্তী ঃ অন্যান্য বছরের মতো এই বছরও সংগঠনের উদ্যোগে আয়োজিত হল 'বুদ্ধ জয়ন্তী'। ২৬শে মে ২৫৬৫ তম বুদ্ধ পূর্ণিমা উপলক্ষ্যে প্রধান বক্তারা ছিলেন ভদন্ত বুদ্ধ রক্ষিত মহাস্থবির মহোদয়, ড. আম্বেদকর ফাউন্ডেশনের অধিকর্তা মাননীয় ড. দেবেন্দ্র প্রসাদ মাঝি ও হংকং বিশ্ববিদ্যালয়ের সহকারী অধ্যাপক ড. দিপেন বড়ুয়া। পঞ্চশীল পাঠের মাধ্যম দিয়ে এই বৈশাখী পূর্ণিমা দিনের ত্রিস্মৃতি বিজড়িত গৌতম বুদ্ধের জীবনের নানা দিক আলোচিত হয়। গৌতম বুদ্ধের আদর্শ, দর্শন কিভাবে মানুষের জীবনকে প্রভাবিত করেছে তা সকল বক্তার আলোচনায় প্রস্ফুটিত হয়। এছাড়া উপস্থিত ছিলেন নবপ্রজন্মের চার বক্তা সেঁজুতি বড়ুয়া, তৃষা বড়ুয়া উদিতা বড়ুয়া ও নবারুণ বড়ুয়া। তাঁরা নিজেদের জীবনের বাস্তব অভিজ্ঞতাকে সকলের সামনে বক্তব্যের মাধ্যমে প্রকাশ করে। সার্বিকভাবে বুদ্ধ জয়ন্তী অনুষ্ঠানটিতে নানা আলোচ্য বিষয় সকলের সহনাভূতি লাভে সক্ষম হয়েছিল।

কোভিড-১৯ নিয়ে সতর্কতামূলক পরামর্শ ঃ কোভিড-১৯ নিয়ে সতর্কতামূলক পরামর্শ দেওয়ার জন্য সংগঠনের মাধ্যম থেকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল ডা. অভিজিৎ বড়ুয়া মহাশয়কে। করোনা ভাইরাস থেকে নিজেদের রক্ষা করার উপায় তথা সাবধানতামূলক গুরুত্বপূর্ণ বার্তার মাধ্যমে বর্তমান সময়ে নিজেদের কিভাবে রক্ষা করা যাবে তা তিনি আলোচনা করেন।

ফেডারেশন বার্তা'র কর্মসমিতি

প্রধান উপদেষ্টা—ড. ব্রহ্মাণ্ড প্রতাপ বড়ুয়া, **সম্পাদক**—শ্রী আশিস বড়ুয়া, **সহ-সম্পাদক**—ড. সুমনপাল ভিক্ষু, **সদস্যবৃন্দ**—শ্রী অমূল্য রঞ্জন বড়ুয়া, শ্রী নবারুন বড়ুয়া, শ্রীমতি রীতা বড়ুয়া, শ্রী শুভাশীষ বড়ুয়া, **প্রকাশক**—ড. সুজিত কুমার বড়ুয়া, **সাধারণ সম্পাদক**—নিখিল ভারত বাঙালি বৌদ্ধ সংগঠন।

"আমাদের কন্যা"

১। **পাত্রী :** গড়িয়া নিবাসী, এম.এ. বি.ই.ডি. সরকারী, প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষিকা, উচ্চতা-৫'৫" , দূরভাষ : 9836548282।

২। **পাত্রী :** হাওড়া নিবাসী, মাধ্যমিক, উচ্চতা-৫'১", সঙ্গীতে পারদর্শী। দূরভাষ : 8420340686।

৩। **পাত্রী :** সুকান্ত পল্লী নিবাসী, বি.এ., বয়স-৩৭, উচ্চতা-৫'৩", রং ফর্সা, দূরভাষ : 9433806800।

৪। **পাত্রী :** বয়স ২৮, উচ্চতা-৫'৫", যোগ্যতা, বি.কম., দুর্গাপুর নিবাসী। দূরভাষ : 9800678720।

৫। **পাত্রী :** গড়িয়া নিবাসী, MBBS ডাক্তার, বয়স-৩১, উচ্চতা-৫'৩", ফর্সা। দূরভাষ : 9330281073 (সকল ৮-১১টার মধ্যে)।

৬। **পাত্রী :** চাকদা-নদিয়া নিবাসী রেলওয়েতে ড্রাইভার, বয়স ২৭+ উচ্চতা-৫'৪"। দূরভাষ : 9432437856।

৭। **পাত্রী :** এম.এ. (Geog.), হুগলী (ব্যান্ডেল) উচ্চতা-৫'২", বয়স-২৭, দূরভাষ : 9831878247।

৮। **পাত্রী :** বয়স ৩১, উচ্চতা ৫'৩", শিক্ষা-M.Com.; Dip. in Buddhist Studies, বর্তমানে Bangalore-এ MNC-তে কর্মরত। দূরভাষ : 9231439779।

৯। **পাত্রী :** MA, B.Ed, শিলিগুড়ি, বয়স- ৩০, দূরভাষ : 947558546।

১০। **পাত্রী :** B.Sc, উচ্চতা-৫'৪", বয়স-২৯, ইছাপুর, দূরভাষ : 9433242569।

১১। **পাত্রী :** কলকাতা নিবাসী M.Sc., বয়স-২৪, উচ্চতা-৫'৪", দূরভাষ : 9231385090।

১২। **পাত্রী :** জামসেদপুর নিবাসী, M.Com., বয়স-৩১, উচ্চতা-৫'২", বেসরকারী স্কুলের শিক্ষিকা, দূরভাষ : 9609841547।

১৩। **পাত্রী :** সোদপুর নিবাসী, B.A., বয়স-২৮, উচ্চতা-৫'২", উজ্জ্বল বর্ণ, দূরভাষ : 9477673563।

১৪। **পাত্রী :** শ্যামনগর নিবাসী, MBBS, MD. (পাঠরতা), বয়স-২৭, উচ্চতা-৫'৩", দূরভাষ : 9830627692।

১৫। **পাত্রী :** ইছাপুর নিবাসী, B.Sc.(H), Asst. Manager SBI, বয়স-৩১, উচ্চতা-৫'১", দূরভাষ : 8902051061।

"আমাদের পুত্র"

১। **পাত্র :** বেলঘরিয়া নিবাসী, B.Tech. সরকারী ব্যাঙ্কের অফিসার, বয়স-৩৩, উচ্চতা-৫'৫", দূরভাষ : 9674600827।

২। **পাত্র :** নিবাস ময়নাগড় (New Park), কলিকাতা-১৪১, বয়স-৩০, উচ্চতা-৫'৬", M.Com., সরকারী চাকুরী। দূরভাষ : 7890991230।

৩। **পাত্র :** গড়িয়া নিবাসী, MBA পাশ, কলকাতায় বেরসকারি সংস্থার Asst. Manager বয়স-৩৫, উচ্চতা-৫'৩", দূরভাষ : 8334870803।

৪। **পাত্র :** বয়স-৩৪, উচ্চতা-৫'৭", শিক্ষা- B.Tech (JNTU, Hyderabad), বর্তমানে আমেরিকায় MBA পাঠরত। দূরভাষ : 9000666084 / 9163934609।

৫। **পাত্র :** কলকাতা নিবাসী, B.E (Civil), বয়স-৩০, উচ্চতা-৫'৪", কলকাতা পোর্ট ট্রাস্টে কর্মরত, দূরভাষ : 9874639662।

৬। **পাত্র :** রাউরকেল্লা নিবাসী, B.Tech, বয়স-৩৪, উচ্চতা-৫'৯", পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্কে কর্মরত, দূরভাষ : 7847079849।

৭। **পাত্র :** শিলিগুড়ি নিবাসী, B.Com (H), সরকারী চাকুরী, বয়স-৩০, উচ্চতা-৫'৯", দূরভাষ : 9832093979।

৮। **পাত্র :** ইছাপুর নিবাসী, B.E. (শিবপুর), Asst. Manager NTPC, বয়স-২৯, উচ্চতা-৬', দূরভাষ : 8902051061।

বিদর্শন শিক্ষা কেন্দ্র

২৫৬৫ বুদ্ধাব্দ

ত্রৈমাসিক বর্ষাবাসের গৃহী উপোসথ তালিকা

তিথি	বার	তারিখ
আষাঢ়ী পূর্ণিমা	শুক্রবার	২৩শে জুলাই, ৬ই শ্রাবণ
অষ্টমী	শনিবার	৩১শে জুলাই, ১৪ই শ্রাবণ
অমাবস্যা	শনিবার	০৭ই আগস্ট, ২১শে শ্রাবণ
অষ্টমী	রবিবার	১৫ই আগস্ট, ২৯শে শ্রাবণ
শ্রাবণী পূর্ণিমা	রবিবার	২২শে আগস্ট, ৫ই ভাদ্র
অষ্টমী	রবিবার	২৯শে আগস্ট, ১২ই ভাদ্র
অমাবস্যা	সোমবার	৬ই সেপ্টেম্বর, ২০শে ভাদ্র
অষ্টমী	সোমবার	১৩ই সেপ্টেম্বর, ২৭শে ভাদ্র
মধু পূর্ণিমা	সোমবার	২০শে সেপ্টেম্বর, ৩রা আশ্বিন
অষ্টমী	মঙ্গলবার	২৮শে সেপ্টেম্বর, ১১ই আশ্বিন
অমাবস্যা	মঙ্গলবার	৫ই অক্টোবর, ১৮ই আশ্বিন
অষ্টমী	মঙ্গলবার	১২ই অক্টোবর, ২৫শে আশ্বিন
প্রবারণা পূর্ণিমা	বুধবার	২০ই অক্টোবর, ২রা কার্তিক

আশির্বাদক,
বুদ্ধরক্ষিত মহাস্থবির

"নিখিল ভারত বাঙালি বৌদ্ধ সংগঠন"-এর পক্ষ থেকে সকলের কাছে আমাদের আন্তরিক আবেদন পত্রিকার প্রকাশনা ফান্ডে অনুদান দিয়ে সাহায্য করুন।

A/c Holder Name :
All India Federation of Bengali Buddhists.
A/c No. : 00000001209590472
IFSC Code : CBIN0281055
Bank Name : Central Bank of India.
Branch Name : Entally.

আমরা অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে জানাচ্ছি যে All India Federation of Bengali Buddhists-এর একটি নিজস্ব Website ২০১৬ থেকে উপস্থাপিত হয়েছে। আমাদের Website-এর বিবরণ হল **www.aifbb.org**। এখন থেকে Website-এর মাধ্যমে সংগঠনের ত্রৈমাসিক মুখপত্র 'ফেডারেশন বার্তা' এবং পাত্র-পাত্রী সম্পর্কিত সংবাদ, আগ্রহী ব্যক্তিরা সহজেই পাবেন। আমাদের প্রত্যাশা আপনাদের সকলের সহযোগিতায় উক্ত Website-এর মাধ্যমে আমরা দেশ-বিদেশের বৃহত্তর জনসমাজের সঙ্গে মৈত্রীপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপনে সক্ষম হব।

এছাড়া আমাদের সংগঠনের সঙ্গে সংযুক্ত হওয়ার আরও কয়েকটি আধুনিক মাধ্যম হল—

WhatsApp number : 9433493447
Email Id : federation1973@gmail.com
Facebook Page : All India Federation of Bengali Buddhists
YouTube Channel : All India Federation of Bengali Buddhists

নিবেদন— **সদস্য/সদস্যাবৃন্দ**
নিখিল ভারত বাঙালি বৌদ্ধ সংগঠন

প্রাণের ঠাকুর রবি ঠাকুর

—রীতা বড়ুয়া

যবে থেকে আমার জ্ঞান হল
লেখা পড়া করতে স্কুলে পাঠানো হল।
তখন থেকে চিনলাম তোমায়
সহজ পাঠের সাদা কালো পাতায়।
রবি ঠাকুর, আমার খুব ইচ্ছে হত
ভাগ্নে মদন হতে।
কেন জান? বংশী মামার গরুর গাড়ি নিয়ে
দেখতে যেতাম কেমন করে কলিকাতা চলে
নড়িতে নড়িতে।।
তুমি ছিলে আমার একলা দিনের
একলা খেলার সখা।
চিবুকের সীমা পেরোনো দাঁড়ি
পা অব্দি জোব্বা পরে
স্বপ্নে দিতে তুমি দেখা।।
জান ঠাকুর, আমার পনের বছর
বয়স হল যেদিন,
আন্না তোমার প্রথম প্রেম
জানতে পারলাম সেদিন।
জেনে, আমার হিংসে হল খুউব
গীতবিতানের প্রেম পর্যায়ে
দিয়েছি সবে ডুব।।
ভূগোলে পড়েছি বাংলায় নাকি
ছয় ছয়টা ঋতু।
শীত গ্রীষ্ম বর্ষা ছাড়া
আর কিছু বুঝতে পারিনে তো।।
প্রকৃতি পর্যায়ে তোমার
ঋতুরঙের গানে
ষড়ঋতুর দেহে জাগে
সঞ্চারিত প্রাণে।।
অন্যায়ের বিরুদ্ধে মাথা উঁচু করে
দাঁড়ানো বলিষ্ঠ পুরুষ তুমি,
তোমার লেখনীতে ঝড়েছে বজ্রনির্ঘোষ—
অন্যায়কারী আর অন্যায় সহ্যকারীর
প্রতি শুধুই ঘৃণা, নয় কোন আপোষ।।
সালটা ১৯০৫, ১৬ই অক্টোবর
লর্ড কার্জনের আদেশে
প্রাণ প্রিয় বাংলা দ্বিখন্ডিত।
স্বদেশ চেতা রবিঠাকুর
রাখী উৎসবের সূচনা করে
আত্মশক্তির সাধনায়
বাঙ্গালীকে করলেন উজ্জীবিত।।
মনে পড়ে ঠাকুর, সেই বৈশাখী উৎসব
১৩ই এপ্রিলের রোদ ঝলমলে রোববার
সালটা ঊনিশ ঊনিশ।
জালিয়ানওয়ালাবাগ রক্ত স্নাত করেছিল
হত্যাকারী জেনারেল ডায়ারের
বিদ্বেষ বিষ।।
নিরস্ত্রের ওপর ভয়ঙ্কর হত্যালীলায়
অসহনীয় যন্ত্রণায় তোমার চিত্ত হয়েছে বিদীর্ণ।
তাই হেলায় ফিরিয়ে দিয়েছে
ব্রিটিশের দেওয়া নাইটহুড
ব্রিটিশের অহমিকা করে চূর্ণ।
আজ তোমার ১৬০তম জন্মদিনে
আমরাও অস্ত্রহীন, ভীত সন্ত্রস্ত
সামনে যে রক্ত পিপাসু তরবারি।
মুক্তির আশায় ছুটে যাই
এক দুয়ার থেকে আর এক দুয়ারে
ঠাকুর জান কি তোমার সোনার বাঙ্গলায়
আজ করোনা মহামারী।।
মহামারী হয়ত একদিন শেষ হবে
তখন কি আবার অন্য কোন
বিপদের ডংকা বাজবে?
এই বাংলা, এই ভারত
আমারই দেশ কিনা
আমাকেই কি প্রমাণ করতে হবে?
কবি গুরু তুমিই আমার
হৃদয় দেবতা।
তোমার পূজার অর্ঘে দিলাম
আমার কবিতা।

প্রয়াত পিতা অসিত সিংহ বড়ুয়া'র স্মৃতিতে
ফেডারেশন বার্তার
এই সংখ্যাটির ব্যয়ভার বহন করেছেন—

শ্রীমতি কাজরী বড়ুয়া (কন্যা)

পটারি রোড,
কলকাতা ৭০০ ০১৫

শুভেচ্ছা দান ঃ ২ টাকা

সম্পাদক ঃ শ্রী আশিস বড়ুয়া এবং "নিখিল ভারত বাঙালি বৌদ্ধ সংগঠন"-এর পক্ষে সাধারণ সম্পাদক, ড. সুজিত কুমার বড়ুয়া কর্তৃক ৫০টি/১এ, পণ্ডিত ধর্মাধার সরণী, কলকাতা-৭০০ ০১৫ হইতে প্রকাশিত ও ভেনাস প্রিন্টার্স, কলকাতা ৭০০ ০০৯ হইতে মুদ্রিত।